সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ভূমিকা

ভূমিকাঃ জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি যত্নশীল ও কর্তব্য পরায়ন হতে হবে। ফুলকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করা যেমন নির্দয়ের কাজ, প্রতিবন্ধীদের অবহেলা করাও তেমন নির্মমতার লক্ষণ। প্রতিবন্ধীরা ফুলের মত নিষ্পাপ এবং আদরের। পৃথিবীর বুকে একটি সুন্দর মানব সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের যত্নের সাথে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বের সব রাষ্ট্রের জাতীয় বাজেটের একটি অংশ প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নের জন্য ব্যয় হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদের আলোকে বলা হয়েছে দেশের অনগ্রসর,অসহায়,দুস্থ,প্রবীন,প্রান্তিক জনগোষ্ঠি,সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের অধিকার, সেই সাথে প্রতিবন্ধী শিশুদের সুরক্ষা উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান সরকারের VISSION ২০২১ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও SDGS বাস্তবায়ন করতে হবে এদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্ন উন্নয়নের উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকারসহ সবাইকে সক্রিয় ভুমিকা পালন করতে হবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। উপর্যুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তিতে কর্মক্ষম করে তোলা সম্ভব। তাই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের উপর্যুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে সমাজের মূল স্রোতে অন্তর্ভূক্ত করা যায় সে বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু হয় ১৮ শতকের শেষের দিকে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বাবলম্বী করা। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন) শিশুদের প্রতিবন্ধকতা দূর করে জাতীয় সম্পদের পরিনত করা।

সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রমে ইতিহাসঃ পৃথিবীর অন্যান্য কল্যাণ রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে দেশে দুস্থ, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র, এতিম, প্রতিবন্ধী এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। অনগ্রসর অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যাক্তির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। এ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। ১৯৭৪ সালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরা যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় এবং তুলনামূলকভাবে ব্যয় বহুল প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির পরিবর্তে স্থানীয় বিদ্যালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সাথে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পড়াশুনা করতে পারে এবং নিজস্ব পরিবেশ ও অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলাফেরা করতে পারে সে উদেশ্যে সমাজসেবা অধিদফতর ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিটি আসন সংখ্যা ১০ (দশ) । প্রত্যেকটি জেলায় সরকার কর্তৃক নির্বাচিত একটি মাধ্যমিক স্কুলের পাশ্বে আবাসিক/অনাবাসিকভাবে সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম ও বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে এসএসসি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ৬৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৮টি আবাসিক এবং ৩৬টি অনাবাসিক প্রতিষ্ঠান, অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬৪০টি। আবাসিক প্রতিষ্ঠান সমূহের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত "রিসোর্স শিক্ষক" এর তত্বাবধানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হয়।শিক্ষার সমস্ত গাইড করেন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক। তিনি তাদের দেখাশুনা করেন, পড়া বুঝিয়ে দেন, নোট করে দেন। সরকারের রাজস্ব খাত থেকে বিদ্যালয়সমূহ পরিচালনা করে। সরকারের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে ৬৪ টি স্কুলের মধ্যে ০৬টি স্কুল পরিচালনা করেন অ্যাসিস্ট্যান্স ফর ব্লাইন্ড চিলড্রেন (ABC) নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। ৬৪ টি বিদ্যালয়ের কোথায়ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়েদের পড়ার সুযোগ নেই। তবে সালনা, গাজীপুর এ্যাসিস্ট্যান্স ফর ব্লাইন্ড চিলড্রেন এর নিজস্ব পরিচালনায় দৃষ্টি

প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্য একটি সমন্বিত আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। এখানে বিনামূল্যে থাকা-খাওয়া ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়। এখানে আসন সংখ্যা মাত্র ১০ টি এবং বাংলাদেশে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্য একমাত্র সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা।

সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম রংপুরঃ রংপুর জেলায় ১৯৯৬ সালে চন্দনপাট দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যায়ল ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে প্রতিষ্ঠা করা হয় সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, রংপুর। কার্যক্রমটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে রিসোর্স শিক্ষক জেলার গ্রাম-গ্রামান্তর ঘুরে ঘুরে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু সংগ্রহ করে এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করেন। অতপর তাদের (১) অভিভাবকদের কাউন্সিলিং করা, (২) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের কাউন্সিলিং করে তাদের মানসিক উৎকর্ষ সাধন, (৩) শিক্ষা গ্রহণে তাদের উদ্বুদ্ধ করা, (৪) ব্রেইল পদ্ধতি শেখানো, (৫) তাদের ওরিয়েন্টেশন ও মবিলিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, (৬) সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিকট দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের গ্রহণযোগত্যা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাউন্সিলিং করা,(৭) ক্রীড়া ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, (৮) দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, (৯) সোস্যাল কমিউনিকেশন স্কিল ডেভলপমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং (১০) প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভর্তি করানো ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এই ধরণের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমাজের মূলস্রোতে অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অত্র প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা ১০(দশ) টি এবং বর্তমানে ১০(দশ) জন নিবাসি ভর্তি আছে।২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে এই প্রতিষ্ঠানের ০২(এক) জন নিবাসী জিপিএ ৩.৬৭ ও ২.৫৮ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ০২ (দুই) জন নিবাসী এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে।

নিবাসীভর্তির যোগ্যতা ঃ

- ০৬ থেকে ০৯ বছর পর্যন্ত বয়স হতে হবে।
- এসএসসি অথবা ১৮ বছর পর্যন্ত।
- সুবর্ন নাগরিক (দৃষ্টি প্রতিবন্ধী) সনদপত্র।
- জন্ম নিবন্ধন।
- ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গীন ছবি।
- শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ (যদি থাকে)।
- অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্র।

নিবাসীভর্তি কমিটিঃ

- উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়- (সভাপতি)।
- প্রধান শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট উচ্চ বিদ্যালয়- (সদস্য)।
- রিসোর্স শিক্ষক, সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম- (সদস্য সচিব)।

খাদ্যঃ অর্থবছর অনুযায়ী দরপত্র আহবানের (ওটিএম) মাধ্যমে নির্ধারণকৃত ঠিকাদার কর্তৃক সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রমের নিবাসীদেরকে ভোজ্য ও অভোজ্য মালামাল গ্রহণ করে খাওয়ানো ও পরিধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয় এবং নিবাসীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

খেলাধুলাঃ নিবাসীদের জন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং তাদের জেলা/বিভাগীয় বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সুবিধা রয়েছে এবং তারা তাদের দক্ষতার প্রকাশ ঘটিয়ে বিভিন্ন পুরষ্কার অর্জন করেন।

শিক্ষাঃ অত্র প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের (নিবাসী) ব্রেইল পদ্ধতিতে বাংলা/ ইংরেজী/ গনিত/ আরবী ভাষার প্রাথমিক ধারণা থেকে শুরু করে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়। সরকারীভাবে ব্রেইল বই ও অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়। সরকারী/বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একীভূত পদ্ধতির মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানো হয় এবং উত্তীর্ণদের শিক্ষা সনদ প্রদান করা হয়।

ব্রেইল পদ্ধতিঃ ফরাসি শিক্ষাবিদ লুইস ব্রেইল ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রেইল পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তার নামানুসারে এই পদ্ধতির নাম হয় ব্রেইল পদ্ধতি। এটি হলো স্পর্শ ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। তাই ব্রেইলকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার আত্না বলা হয়।

পুনর্বাসনঃ অত্র প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করে বিভিন্ন অফিস/প্রতিষ্ঠানে পেশাগত ভাবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের ১২ (বার) জন নিবাসী। তাদের তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্র: নং	নিবাসীদের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন	কর্মজীবন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
০১	মোঃ জিলুর রহমান	স্নাতোকত্তর পাশ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, রংপুর এ কর্মরত	
০২	মোঃ রিপন ইসলাম	অনার্স ২য় বর্ষ (ইসলামের ইতিহাস) কারমাইকেল কলেজ, রংপুর	শপিং ব্যাগ উৎপাদন কারখানায় কর্মরত	
০৩	মোঃ রিপন মিয়া	অনার্স ২য় বর্ষ (ইসলামের ইতিহাস) কারমাইকেল কলেজ, রংপুর	Excellent World Com তে কর্মরত	
০৪	মোঃ রবিউল ইসলাম	বি এ অধ্যায়নরত নাটোর ডিগ্রী কলেজ	-	
০৫	মোঃ ফুলচান	মাস্টার্স ফাইনাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	
০৬	মোঃ সালেহুর মিয়া	মাস্টার্স অধ্যায়নরত বদরগঞ্জ কলেজ, রংপুর	-	
০৭	মোঃ আলিফ ইসলাম	স্নাতোকত্তর পাশ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	-	
০৮	মোহাইমিন ইসলাম	অনার্স অধ্যায়নরত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	-	
০৯	লিমন আহাম্মেদ	এইচএসসি পাশ চকইসপুর ডিগ্রী কলেজ	গান করেন	
১০	রতন পিটার	অনার্স অধ্যায়নরত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	-	
১১	রায়হান মিয়া	মাস্টার্স অধ্যায়নরত রংপুর সরকারি কলেজ	-	
১২	মঞ্জু আহম্মেদ	এইচএসসি পাশ ঢাকা কলেজ	-	
১৩	মো: হাবিবুর রহমান	নীলফামারী সরকারী কলেজ অনার্স ১ম বর্ষ	-	

১৮০৯ সালের ০৪ জানুয়ারী প্যারিস শহর থেকে ২৫ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত কাউপভ্রে গ্রামে তার জন্ম। মাত্র ০৩ বছর বয়সে বাবার কারখানায় খেলাধুলার সময় সুচালো যন্ত্রের আঘাতে তিনি তার দৃষ্টিশক্তি হারান। মাত্র ০৩ বছর বয়সে অন্ধকার তার সঙ্গী। কিন্তু সেই অন্ধকারে তিনি হারিয়ে যাননি। পড়াশোনার বিষয়ে তিনি ছিলেন ভীষন আগ্রহী। সেই সময়ে অন্ধদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা তেমন একটা ভাল ছিল না। তিনি নিজে ছিলেন অসম্ভব মেধাবী। তাই তার বাবা অনেকটা জোর করেই তাকে সাধারণ স্কুলে স্বাভাবিক ছাত্রদের সাথে পড়াশোনার জন্য ভর্তি করিয়ে দেন। তার তুখোড় মেধার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষও না করতে পারেন নি। ১৮১৯ সালে শিক্ষা বৃত্তি নিয়ে তিনি প্যারিস শহরে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর ব্লাইন্ড চিলড্রেন এ ভর্তি হন। ১৮২৬ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন। এই সময় তিনি সহজ পদ্ধতিতে লেখার পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। যা ব্রেইল পদ্ধতি মূলত অন্ধরাই ব্যবহার করত লেখার কাজে। চার্চ বার্বিয়ার এর মিলিটারী ক্রিপটোগ্রাফী থেকে অনুপ্রানিত হয়ে তিনি নিজে নিজেই একটি পদ্ধতি (কাগজের উপর ডট তৈরী) আবিষ্কার করেন। যার মাধ্যমে অন্ধ মানুষরা দ্রুত সহজভাবে লিখতে সক্ষম হবেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। ১৮২৪ সালে তিনি তার এই আবিষ্কার সকলের সামনে তুলে ধরেন। যুগান্তকারী এক আবিষ্কার। সকলেরই মন কারল বিশেষ করে অন্ধদের ভীষনভাবে তারা পছন্দ করে ফেলল এই পদ্ধতি। খুব সহজে তারা লিখতে ও পড়তে সক্ষম হন।

ফরাসী এক শিক্ষক যিনি এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। যা লেখা ও ছাপার কাজে ব্যবহৃত হত। কিন্তু এই লেখা পড়তে হলে আমাকে চোখ ব্যবহার করতে হবে না। ব্যবহার করতে হবে হাতের স্পর্শ। হ্যা ঠিক পড়ছেন। হাতের আঙ্গুলের স্পর্শের সাহায্যে পড়তে হয় এই লেখা। এতক্ষণ নিশ্চয়ই বুঝছেন কাকে নিয়ে বলছি ?

প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জঃ

- জনবলের অভাব।
- প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদির স্বল্পতা।
- দক্ষ প্রশিক্ষক স্বল্পতা।
- প্রশিক্ষণাগারের অভাব ।
- বরাদ্দ স্বল্পতা।

মতামতঃ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০% মহিলা। সুতরাং জেন্ডার সমতা করতে হলে প্রতি জেলায় ০১(এক) টি করে বালকদের ন্যয় বালিকা সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মরত স্ব-সংগঠন সমূহের একটি কর্মজাল প্রতিষ্ঠান করা। এই প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধিকতা বিষয়ে আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাধামুক্ত চলাচল নিশ্চিত করা, সরকারি উচ্চ পর্যায়ে প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি উপস্থাপনা ও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে কাজ করা। এছাড়া জনপ্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের ব্যাপারে মত বিনিময় করবে। সর্বোপরি বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ যাতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বান্ধব হয় সে বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি একান্ত কাম্য। পাশাপাশি জেলা প্রশাসন, সমাজসেবাঅধিদফতর, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসনের আন্তরিক মনিটরিং একান্ত প্রয়োজন।

উপসংহারঃআধুনিক তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কারো বোঝা নয় এরাও সামাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে এদের সবচেয়ে বেশী সমস্যা হচ্ছে। স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে পারে না। মানুষ মানুষের জন্য এই মানুষিকতা সামনে রেখে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহযোগীতায় সকলের এগিয়ে আসা উচিত। বাংলাদেশ ট্রাফিক আইন মোতাবেক কোন অবস্থায় অনির্দিষ্ট স্থানে গাড়ি থামানো উচিত নয়। দেশ ব্যাপি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে সাদাছড়ির ব্যাপকপ্রচার ঘটাতে হবে। জগতে আইন ও সনদ দ্বারা কোন কাজ হয় না। যদি না আমার অন্তর দিয়ে কোন কাজের তাগিদ অনুভব করি। তাই আমাদের সচেতন নাগরিকদের প্রয়োজন প্রতিবন্ধীদের সার্বিক উন্নতির জন্য এগিয়ে আসা। আন্তরিকভাবে তাদের জন্য কাজ করা । সকলের মনে রাখা উচিত প্রতিবন্ধীরা আর কেউ নয়। আমাদের ভাই আমাদের বন্ধু।